যুগান্তর
সোমবার ১০ আগস্ট ২০০৯

একটি দিগন্তবিস্তারী স্বপ্ন

তপন কান্তি সরকার

স্বপ্ন ছাড়া কোন মানুষ বাঁচে না। একটা জাতিও স্বপ্ন ছাড়া এগোতে পারে না। দিন বদলের শপথ নিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাসের রেকর্ড গড়া সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে যে দল ক্ষমতায় এসেছে তাদের ডিজিটাল বাংলাদেশ-ভিশন ২০২১ অন্যান্যের সঙ্গে আমার মতো যারা তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে কাজ করছে তাদেরকে বেশি আকৃষ্ট করেছে। তাই আমাদের প্রত্যাশা, এই সরকার তাদের এই শপথ বাস্তবায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে যাবে। আমার মতো অনেকেই বিশ্বাস করেন, দল নয় সরকার যদি আন্তরিক হয়, তাহলে অবশ্যই ২০২১ সালের আগেই তা করা সম্ভব।

তাই এখন সময় এসেছে স্বপ্ন এবং সাধ্যের মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একটি বাস্তব উদ্যোগ নেয়ার, যা জাতির সামনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করবে। তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারকে প্রথমে এগিয়ে আসতে হবে। সরকারের দেশজুড়ে যে বিভিন্ন কার্যক্রম আছে সেগুলোকে আধুনিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক তথা অনলাইন রিয়েলটাইম সিস্টেমের মধ্যে এনে সরকারি সেবাগুলো সহজেই নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব হবে।

সরকারের নীতিনির্ধারকরা ভালোই জানেন, কিভাবে চন্দ্রবাবু নাইডু অন্ধ্র প্রদেশের মতো একটা পশ্চাৎপদ অর্থনীতির প্রদেশকে শুধু ই-গভর্নেন্স চালু করে ভারতের সবচেয়ে সফল অর্থনৈতিক প্রদেশে রূপান্তরিত করেছেন। মালয়েশিয়ার মহাথির মোহাম্মদের বা সিঙ্গাপুরের লি কুয়ান ইউ'র কথাও এ প্রসঙ্গে এসে যায়, কি করে শুধু বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতা দিয়ে এত অল্প সময়ে একটা দেশের চিত্র পাল্টে দিতে পারে। আমাদের সরকারও যদি শপথ বাস্তবায়নে আন্তরিক ও কার্যকরী হয় এবং আমাদের জরুরি বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিতে পর্যায়ক্রমে অগ্রসর হয়, তা হলে ২০২১ সালের মধ্যে অগ্রগতি জনগণের সামনে দ্রুত তুলে ধরা যাবে। আমাদের বিশ্বাস, দিন বদলের শপথ নিয়ে এই সরকার জাতিকে যে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছে তা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে।

কেন ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া প্রয়োজন?

'ডিজিটাল বাংলাদেশ' তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন একটি জাতির অভ্যুদয় ঘটাবে, যেখানে সমস্ত দরকারি তথ্য ইন্টারনেট প্রযুক্তির মাধ্যমে সহজলভ্য হবে। এর ফলে আমাদের সরকারি, আধা-সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হবে অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে। তথ্যপ্রযুক্তির এই সময় ডিজিটাল যুগে প্রবেশের এটাই একমাত্র উৎকৃষ্ট সময়। এ কারণে আমাদের প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর দক্ষ জনবল তৈরি করা, যারা বাংলাদেশকে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক ভিত্তি দেবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিটি পর্যায়ে এখন পরিবর্তন দরকার। অতীতের মতো ভ্রান্ত আইসিটি পলিসি নিয়ে এগোলে চলবে না। সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে যোগ্য তথ্যপ্রযুক্তিবিদদের নেতৃত্বে এবং তাদের প্রণীত সময়োপযোগী আইসিটি পলিসি নিয়ে। লক্ষ্য রাখতে হবে, আবারও যেন অতীতের মতো রাজনীতির বেড়াজালে এবারের আইসিটি পলিসির বাস্তবায়ন আটকা না পড়ে। বর্তমান সরকারের যুগোপযোগী সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার যে দৃঢ় প্রত্যয় তা সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন তথ্যপ্রযুক্তির সফল বাস্তবায়ন।

তথ্যপ্রযুক্তি উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা

যে কোন দেশের প্রগতির অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে প্রযুক্তির উন্নয়ন, দ্রুত উন্নয়নকামী যে কোনো দেশের জন্য তা অবশ্যকরণীয়। সব আধুনিক সরকার তাদের কৌশলে এ বিষয়টিকে সবার আগে রাখে— কোন দেশ প্রযুক্তিগতভাবে কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তার ওপর নির্ভর করে অর্থনীতির উন্নতি কিংবা অবনতি। অর্থনীতি ও উৎপাদনশীলতার উন্নয়ন চাইলে দেশে তথ্যপ্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে।

সরকারের সব মন্ত্রণালয়ের প্রয়োজনীয় সব তথ্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে সংরক্ষণ, সরাসরি ডিজিটাল পদ্ধতিতে অনলাইন রিয়েলটাইম যোগাযোগ এবং সরকারের সব কাজ ডিজিটালাইজড করাকে বুঝায়। এজন্য সরকারের থাকবে একটি কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ ও ন্যাশনওয়াইড নেটওয়ার্ক। সরকারের সব তথ্য থাকবে কেন্দ্রীয় বা বিকেন্দ্রীকৃত ডাটাবেজে। কেন্দ্রীয় বা স্থানীয় ডাটাবেজটির সব তথ্য স্তরভিত্তিক বিন্যস্ত হবে। একটি প্রমিত ডাটাবেজ সফটওয়্যারের আওতায় সরকারের তথ্যাদি সংরক্ষণ-যোগাযোগ, ব্যবস্থাপনাসহ সব কর্ম সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি মন্ত্রণালয় তাদের অতীত তথ্য ডিজিটাইজড করবে ও ডাটাবেজে রূপান্তর করবে।

এটা ঠিক যে, বিদ্যমান কর্মীরা কোন প্রশিক্ষণ ছাড়া ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করতে পারবে না। তাই তাদের এ বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। সরকার স্বল্প খরচে এদেরকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণ দেবে। যারা প্রশিক্ষণ নিতে আগ্রহী হবেন না বা প্রশিক্ষণ নেয়ার পরও দক্ষতা অর্জন করতে পারবেন না, তাদের কাজের গুরুত্ব অনুসারে প্রয়োজনে দীর্ঘমেয়াদি বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। যারা এখন থেকে সরকারি নিয়ম অনুযায়ী অবসরে যাবে এবং সে স্থানে নতুন আইটিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের নিয়োগ করতে হবে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নতুন রিক্রুটমেন্ট হবে ডিজিটাল সরকার চালনায় সক্ষম ব্যক্তিদের নিয়োগ দেয়া।

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও মন্ত্রণালয় জনগণের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব না করে যে কোন তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

সরকারি বিভিন্ন তথ্য, যা নাগরিকের কাছে প্রকাশ করা যায় তার ডিজিটালাইজেশন প্রক্রিয়াকে আরও বেগবান করতে হবে। সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ এবং চুক্তি, যা সরাসরি নাগরিকদের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত, তা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। বিভিন্ন সময় অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে যখন নাগরিকদের মতামত প্রয়োজন হয়, তখন সরকার ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ভার্চুয়াল ভোটের ব্যবস্থা করতে পারে। এ ছাড়া আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনে সরকারি বিভিন্ন তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি করা যেতে পারে, যা ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুধু সরকারি কর্মকর্তারা ব্যবহার করতে পারবেন।

সরকারের সব অগোপনীয় তথ্য মানুষের জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে জনগণ সরকারের যে কোন স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ বা আবেদন করতে পারবে এবং আবেদনের ফলাফল জানতে পারবে। সরকার ডিজিটাল পদ্ধতিতে পেশ করা আবেদন বিবেচনা করবে এবং প্রয়োজন ও গুরুত্ব অনুযায়ী তথ্য প্রকাশ ও বিতরণ করবে।

পল্লী অঞ্চলে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার এবং প্রয়োগ নিশ্চিত না করলে ২০২১ সালের উন্নত বাংলাদেশের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন কখনও পূরণ হবে না। পল্লী অঞ্চলে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ব্যবসায় সম্প্রসারণের জন্য তথ্যপ্রযুক্তি কিভাবে প্রয়োগ করতে পারে, তা তাদেরকে বোঝাতে হবে। প্রয়োজনে স্বল্প সুদে ঋণ দিয়ে তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে ব্যবসায় সম্প্রসারণের উদ্যোগ নেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শুধু সরকারের জন্য বসে না থেকে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের এগিয়ে আসতে হবে।

ঢাকা শহরে যেখানে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ ছাত্রছাত্রীর স্কুলে অথবা বাসায় কম্পিউটার ব্যবহার করে, সেখানে বেশির ভাগ মফস্বল বা গ্রামের ছাত্রছাত্রী কমপিউটার দেখেইনি— এটাই ডিজিটাল ডিভাইড। এই ডিজিটাল ডিভাইডের কারণে মানুষে মানুষে, অঞ্চলে অঞ্চলে বা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যবধান বাড়ছে। দেশের সব জায়গায় কম্পিউটার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা এবং কম্পিউটারভিত্তিক কাজের সুযোগ সমভাবে বিস্তার করাতে হবে। এ ডিজিটাল ডিভাইড কমিয়ে আনা না গেলে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া হয়তো স্বপ্নই থেকে যাবে।

স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে :

ক) ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিনিয়ত সরকারের কার্যক্রম পরিবর্ধন করবে, প্রশাসনিক কর্মক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, যা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ঘটিয়ে সরকারের প্রতিটি স্তরে সিদ্ধান্ত ত্বরান্বিত করবে।

খ) সরকারকে প্রতিটি নাগরিকের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবে, সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা বাড়াবে, ফলে স্বচ্ছতা ও সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।

গ) ডিজিটাল প্রযুক্তি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব নাগরিককে নিম্নোক্ত সুবিধা প্রদান করবে :

* সরকারি সেবা
* প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যা জনগণের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে থাকে।
* হালনাগাদকৃত তথ্য ভাণ্ডার।
* জনগণের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পরিকল্পিত কর্মপন্থা নির্ধারণ করে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি নজর দিতে হবে।
* দ্রুত তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো গড়ে তোলা।
* তথপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ততা করা।
* তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন
* পরিবর্তনের পক্ষে অবকাঠামো উন্নয়ন।
* স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারে।
* বেসরকারি খাতে ভর্তুকি দিতে হবে।
* আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধর্ম বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখার জন্য পরিকল্পনা নিতে হবে।

'ডিজিটাল বাংলাদেশের' স্বপ্ন বাস্তবায়নে অনেক মাধ্যমের মধ্যে নিম্নোক্তগুলোকে প্রাধান্য দিতে হবে— ই-গভর্নেন্স, ই- কমার্স, ই-এডুকেশন, ই-এগ্রিকালচার, ই-ডেমোক্র্যাসি ও ই-হেলথ।

লেখক: তথ্যপ্রযুক্তি বিভাগীয় প্রধান
এনসিসি ব্যাংক